রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ১৩, ২০১৬

[বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন

নগরভবন, ঢাকা।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৫ আশ্বিন, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/ ১০ অক্টোবর, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

এস,আর,ও নং ৩১০-আইন/২০১৬।—স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬০ নং আইন) এর ধারা ১২২ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কর্পোরেশন, সরকারের নির্দেশক্রমে, নিম্নরূপ উপ-আইন প্রণয়ন করিল, যথা:—

১। **শিরোনাম।**—এই উপ-আইন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন মার্কেট উপ-আইন, ২০১৬ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই উপ-আইনে—

(১) "**আইন**" অর্থ স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬০ নং আইন);

(২) "**কর্পোরেশন**" অর্থ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন;

(৩) "**দোকান**" অর্থ মার্কেটের লে-আউট প্লানভুক্ত নির্মিত, নির্মাণাধীন বা নির্মিতব্য কোনো দোকান, স্টল, অফিসিয়াল স্পেস, বাণিজ্যিক স্পেস বা কোনো স্ট্যান্ড;

(৪) "**পরিবার**" অর্থ স্ত্রী বা স্বামী বা তাহার উপর নির্ভরশীল পুত্র বা কন্যা;

(৫) "**প্রশাসক**" অর্থ আইনের ধারা ২৫ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত প্রশাসক;

(৬) "**ফরম**" অর্থ এই উপ-আইনের ফরম;

(৭) "**বরাদ্দ কমিটি**" অর্থ অনুচ্ছেদ ৩ এর অধীন গঠিত দোকান বরাদ্দ কমিটি;

মূল্য ঃ টাকা ১৬.০০

(৮) **"বরাদ্দ গ্রহীতা"** বা **"বরাদ্দ প্রাপক"** অর্থ কোনো দোকানের বরাদ্দ গ্রহীতা বা বরাদ্দ প্রাপক;

(৯) **"মার্কেট"** অর্থ কর্পোরেশনের মালিকানাধীন ভূমির উপর নির্মিত বা স্থাপিত কোনো বাজার বা হাট, ভবন বা অন্য কোনো স্থাপনা ও তৎসংলগ্ন কোনো ভূমি, যদি থাকে, অথবা সরকারের মালিকানাধীন বা সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত কোনো ভূমির উপর নির্মিত বা স্থাপিত কোনো বাজার বা হাট, ভবন বা অন্য কোনো স্থাপনা ও তৎসংলগ্ন কোনো ভূমি, যদি থাকে, যাহার উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ কর্পোরেশনের নিকট হস্তান্তরিত হইয়াছে।

(২) এই উপ-আইনে যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই একই অর্থে ব্যবহৃত হইবে।

৩। **বরাদ্দ কমিটি।**—(১) মার্কেটের দোকান বরাদ্দের জন্য একটি বরাদ্দ কমিটি থাকিবে এবং উক্ত কমিটি নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, পদাধিকারবলে যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উক্ত বিভাগের ১ (এক) জন কর্মকর্তা;

(গ) মেয়র কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন পুরুষ কাউন্সিলর ও ১ (এক) জন মহিলা কাউন্সিলর, তবে নির্বাচিত প্রতিনিধি না থাকিলে প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত কর্পোরেশনের ১ (এক) জন পুরুষ ও ১ (এক) জন মহিলা কর্মকর্তা;

(ঘ) কর্পোরেশনের সচিব, পদাধিকারবলে;

(ঙ) কর্পোরেশনের প্রধান প্রকৌশলী, পদাধিকারবলে;

(চ) কর্পোরেশনের প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, পদাধিকারবলে;

(ছ) কর্পোরেশনের প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা, পদাধিকারবলে;

(জ) কর্পোরেশনের আইন কর্মকর্তা, পদাধিকারবলে;

(ঝ) কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা; এবং

(ঞ) কর্পোরেশনের উপ-প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা (বাজার),পদাধিকারবলে যিনি ইহার সচিবও হইবেন।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর দফা (গ) এর অধীন মনোনীত সদস্যগণ তাহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে ২ (দুই) বৎসর মেয়াদের জন্য স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে—

(ক) মেয়র উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে যে কোনো মনোনীত সদস্যকে, কোনোরূপ কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে, তাহার দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবেন এবং তদস্থলে উপযুক্ত নূতন কোনো কাউন্সিলরকে মনোনয়ন প্রদান করিতে পারিবেন; বা

(খ) উক্তরূপে মনোনীত কোনো সদস্য যে কোনো সময় মেয়রকে উদ্দেশ্য করিয়া তাঁহার স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

৪। **বরাদ্দ কমিটির কার্যাবলি।**—বরাদ্দ কমিটির কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) দোকান বরাদ্দের সুপারিশ প্রণয়ন এবং উহা মেয়রের নিকট উপস্থাপন;

(খ) এই উপ-আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, দোকানের সালামি, ভাড়া, যাবতীয় ফি ও সার্ভিস চার্জ নির্ধারণ বা পুনঃনির্ধারণের জন্য মেয়রের নিকট সুপারিশ প্রেরণ;

(গ) প্রতি ৩ (তিন) বৎসর অন্তর অন্তর দোকানের ভাড়া বৃদ্ধি বা পুনঃনির্ধারণের জন্য মেয়রের নিকট সুপারিশ প্রেরণ;

(ঘ) অস্থায়ীভাবে প্রদত্ত বরাদ্দসমূহকে স্থায়ীকরণের লক্ষ্যে মেয়রের নিকট সুপারিশ প্রেরণ।

৫। **বরাদ্দ কমিটির সভা।**—(১) এই উপ-আইনের অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, বরাদ্দ কমিটি উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) বরাদ্দ কমিটির সভা, উহার সভাপতির সম্মতিক্রমে, উহার সচিব কর্তৃক আহূত হইবে এবং সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) সভাপতি বরাদ্দ কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) অন্যূন ৬ (ছয়) জন সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম গঠিত হইবে।

(৫) সভায় উপস্থিত উহার প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের ভিত্তিতে সভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

৬। **দোকান বরাদ্দের অনুপাত।**—(১) এই উপ-আইনের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দোকান বরাদ্দ প্রদান করিতে হইবে।

(২) অনুচ্ছেদ (১) এর বিধান সাপেক্ষে, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে বরাদ্দ প্রদানের পর মার্কেটের অবশিষ্ট নির্মিত, নির্মাণাধীন বা নির্মিতব্য দোকানসমূহ, নিম্নবর্ণিত অনুপাতে বরাদ্দ প্রদান করা যাইবে, যথা:—

(ক) ৭০% (শতকরা সত্তর ভাগ) সাধারণ প্রার্থীদের জন্য; তন্মধ্যে ১০% (শতকরা দশ ভাগ) মহিলা উদ্যোক্তা বা ব্যবসায়ীদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে;

(খ) ৩০% (শতকরা ত্রিশ ভাগ) মেয়র বা প্রশাসক বরাদ্দ প্রদান করিবেন, তন্মধ্যে নিম্নবর্ণিত অনুপাতে দোকান সংরক্ষিত থাকিবে—

(অ) ৫% (শতকরা পাঁচ ভাগ) দোকান সনদপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা বা তাঁহার পরিবারের কোনো সদস্যের জন্য বা জাতীয় পর্যায়ে অবদান রাখিয়াছেন এইরূপ কোনো ব্যক্তি বা তাঁহার পরিবারের কোনো সদস্যের জন্য;

(আ) ৩% (শতকরা তিন ভাগ) দোকান কর্পোরেশন বা স্থানীয় সরকার বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের জন্য:

তবে শর্ত থাকে যে, চাকুরীকালীন সময় কেউ আকস্মিকভাবে বা দুর্ঘটনায় পতিত হইয়া মৃত্যুবরণ করিলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা কর্মচারীর পোষ্যগণ বা পঙ্গুত্ববরণ করিলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে অগ্রাধিকার প্রদান করিতে হইবে;

(ই) ২% (শতকরা দুই ভাগ) দোকান প্রতিবন্ধীদের জন্য।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর দফা (খ) তে বর্ণিত দোকান বরাদ্দের ক্ষেত্রে আবেদন স্বল্পতার কারণে কোনো দোকান বরাদ্দ প্রদান করা সম্ভব না হইলে, উক্ত দোকান উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর দফা (ক) তে বর্ণিত সাধারণ প্রার্থীদের মধ্যে বরাদ্দ প্রদান করা যাইবে।

(৪) উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর দফা (ক) এর অধীন মহিলা উদ্যোক্তা বা ব্যবসায়ীদের জন্য দোকান বরাদ্দ প্রদানের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব একই তলায় বরাদ্দ প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করিতে হইবে।

ব্যাখ্যাঃ এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, "ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি" অর্থ কোনো ব্যক্তি যিনি, কোনো স্থানে মার্কেট নির্মাণের পূর্বে উক্ত স্থানে কর্পোরেশন কর্তৃক স্থায়ী বা অস্থায়ী বৈধ বরাদ্দ প্রাপক বা ব্যবসায়রত ছিলেন বা মার্কেট নির্মাণের কারণে উক্ত স্থানে তাহার ভবন, ভূমির মালিকানা বা ব্যবসা হারাইয়াছেন।

৭। **দোকান বরাদ্দের নিয়মাবলী।**—(১) বরাদ্দ কমিটি অনুচ্ছেদ ৬ এর উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর দফা (ক) তে উল্লিখিত দোকানসমূহ বরাদ্দের লক্ষ্যে, বরাদ্দ প্রদানযোগ্য দোকানের সংখ্যা, পরিমাপ, সালামির পরিমাণ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্য উল্লেখ করিয়া কর্পোরেশনের নোটিশ বোর্ডে ও কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিবে এবং বহুল প্রচারিত ২ (দুই) টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া জনসাধারণের নিকট হইতে দরখাস্ত আহবান করিবে।

(২) যে কোনো দোকান বরাদ্দ গ্রহণের জন্য ফরম 'ক' অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ কর্পোরেশনের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

(৩) বরাদ্দ কমিটি উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর অধীন আবেদন গ্রহণের জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করিবে এবং উক্ত আবেদন গ্রহণের সময় শেষ হইলে পরবর্তী ৬০ (ষাট) কার্যদিবসের মধ্যে উহা যাচাই-বাছাইক্রমে মেয়রের নিকট দোকান বরাদ্দের সুপারিশ দাখিল করিবে।

(৪) অনুচ্ছেদ ৬ এর উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর দফা (ক) এ উল্লিখিত নির্মিত দোকান বরাদ্দের ক্ষেত্রে আবেদনকারী, মেয়রের অনুকূলে, উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত সালামির পরিমাণের ৫০% (শতকরা পঞ্চাশ ভাগ) অর্থ কোনো তফসিলি ব্যাংকে জমা প্রদান করিয়া পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফট আবেদনের সহিত দাখিল করিবে।

(৫) উপ-অনুচ্ছেদ (৪) এ বর্ণিত সালামির পরিমাণের অবশিষ্ট অর্থ সাময়িক বরাদ্দপত্র প্রাপ্তির ৩ (তিন) মাসের মধ্যে ৩ (তিন) টি সমান কিস্তিতে কোনো তফসিলি ব্যাংকের পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে পরিশোধ করিতে হইবে, তবে উহা এককালীনও পরিশোধ করা যাইবে।

(৬) অনুচ্ছেদ ৬ এর উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর দফা (ক) তে উল্লিখিত নির্মাণাধীন বা নির্মিতব্য দোকান বরাদ্দের ক্ষেত্রে আবেদনকারী, মেয়রের অনুকূলে, উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত সালামির পরিমাণের ২০% (শতকরা বিশ ভাগ) অর্থ কোনো তফসিলি ব্যাংকে জমা প্রদান করিয়া পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফট আবেদনের সহিত দাখিল করিবে।

(৭) উপ-অনুচ্ছেদ (৬) এ বর্ণিত সালামির পরিমাণের অবশিষ্ট অর্থ সাময়িক বরাদ্দ প্রাপ্তির পর ৫ (পাঁচ) টি সমান কিস্তিতে কোনো তফসিলি ব্যাংকে পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে পরিশোধ করিতে হইবে।

(৮) উপ-অনুচ্ছেদ (৫) ও (৭) এ উল্লিখিত সালামির পরিমাণের অবশিষ্ট অর্থ পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইলে বরাদ্দ বাতিল হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং জমাকৃত সালামির পরিমাণের ১০% (শতকরা দশ ভাগ) অর্থ কর্পোরেশনের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হইবে।

(৯) উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এর অধীন সুপারিশ প্রদানের ক্ষেত্রে ১ (এক) টি দোকানের জন্য একাধিক ব্যক্তি আবেদন করিলে বা উক্ত আবেদনের সংখ্যা দোকানের মোট সংখ্যার অধিক হইলে, বরাদ্দ কমিটি অনুচ্ছেদ ৮ এ উল্লিখিত পদ্ধতিতে লটারির মাধ্যমে বরাদ্দ প্রাপক নির্বাচন করিবে।

(১০) উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এর অধীন মেয়র বরাদ্দ কমিটি কর্তৃক সুপারিশ প্রাপ্ত হইবার পরবর্তী ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে উহা অনুমোদন করিবেন বা যথাযথ কারণ থাকিলে উহা উল্লেখপূর্বক সুপারিশ পুনঃবিবেচনার জন্য বরাদ্দ কমিটির নিকট ফেরত পাঠাইতে পারিবেন।

(১১) উপ-অনুচ্ছেদ (১০) এর অধীন সুপারিশ পুনঃবিবেচনার জন্য প্রাপ্ত হইলে বরাদ্দ কমিটি পরবর্তী ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে উহা পুনঃবিবেচনাক্রমে পুনরায় সুপারিশ প্রণয়ন করিয়া মেয়রের নিকট পেশ করিবে এবং মেয়র উহা প্রাপ্তির পরবর্তী ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন।

(১২) উপ-অনুচ্ছেদ (১০) এর অধীন অনুমোদন বা উপ-অনুচ্ছেদ (১১) এর অধীন সিদ্ধান্ত প্রদান সম্পন্ন হইলে, বরাদ্দকৃত দোকান নম্বর উল্লেখপূর্বক অনুমোদিত তালিকা ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে কর্পোরেশনের নোটিশ বোর্ডে টানাইয়া দিতে হইবে এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিতে হইবে।

(১৩) উপ-অনুচ্ছেদ (১২) এর অধীন তালিকা প্রকাশের পরবর্তী ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে বরাদ্দ প্রাপকের অনুকূলে ও তাহাদের স্থায়ী ঠিকানায় বরাদ্দ কমিটির সভাপতি বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমর্কর্তার স্বাক্ষরে সাময়িক বরাদ্দপত্র প্রেরণ করিতে হইবে।

(১৪) সাময়িক বরাদ্দপত্র প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে কোনো বরাদ্দ প্রাপক দোকানের বরাদ্দ গ্রহণে অপারগতা জানাইলে উক্ত দোকান বরাদ্দ পাইবার জন্য কেবল ১ (এক) জন আবেদনকারী অবশিষ্ট থাকিলে উক্ত আবেদনকারীকে এবং একাধিক আবেদনকারী থাকিলে উহা অনুচ্ছেদ ৮ এ উল্লিখিত পদ্ধতিতে লটারির মাধ্যমে বরাদ্দ প্রদান করিতে হইবে।

(১৫) সাময়িক বরাদ্দপত্র প্রাপ্তির পর কোনো ব্যক্তি বরাদ্দ গ্রহণে অপারগতা জানাইলে সালামি হিসাবে প্রদত্ত অর্থের ৫% (শতকরা পাঁচ ভাগ) কর্পোরেশনের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হইবে।

(১৬) উপ-অনুচ্ছেদ (১৩) এর অধীন প্রদত্ত সাময়িক বরাদ্দপত্রে বরাদ্দ সংক্রান্ত তথ্যাদি এবং সালামির পরিমাণের অবশিষ্ট অর্থ পরিশোধের সময়সীমা, কিস্তির পরিমাণ ও সংশ্লিষ্ট নির্দেশাবলী উল্লেখ করিতে হইবে।

(১৭) মেয়র বা, ক্ষেত্রমত, প্রশাসক অনুচ্ছেদ ৬ এর উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর দফা (খ) এর অধীন, মনোনীত ব্যক্তির অনুকূলে কোনো দোকান সরাসরি বরাদ্দ প্রদান করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপ বরাদ্দ গ্রহীতাগণের জন্য বরাদ্দ কমিটি কর্তৃক সালামির অর্থ আদায়, জামানত বাজেয়াপ্ত, ইত্যাদি বরাদ্দ সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম অনুসরণীয় হইবে।

৮। **লটারি।**—(১) অনুচ্ছেদ ৭ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৯) এর অধীন দোকান বরাদ্দের সুপারিশ প্রদানের ক্ষেত্রে বরাদ্দ কমিটির সভায় লটারির মাধ্যমে বরাদ্দ গ্রহীতা নির্বাচন করা যাইবে।

(২) লটারি অনুষ্ঠানের স্থান, তারিখ ও সময় উল্লেখ করিয়া লটারি অনুষ্ঠানের কমপক্ষে ৭ (সাত) কার্যদিবস পূর্বে কর্পোরেশনের নোটিশ বোর্ডে বিজ্ঞপ্তি জারি এবং কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিতে হইবে।

(৩) লটারি অনুষ্ঠানের স্থানে আবেদনকারী বা তাহার প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিতে পারিবেন।

৯। **জমাকৃত অর্থ ফেরত প্রদান।**―(১) কোনো আবেদনকারী যদি বরাদ্দ পত্র প্রদানের পূর্বে বরাদ্দ গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া জমাকৃত অর্থ ফেরত প্রদানের জন্য আবেদন করেন, তাহা হইলে কর্পোরেশন উক্ত আবেদন প্রাপ্তির ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে জমাকৃত পে-অর্ডার ও ব্যাংক ড্রাফট বা জমাকৃত অর্থ আবেদনকারী বা আবেদনকারীর পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তিকে ফেরত প্রদান করিবে।

(২) কোনো আবেদনকারীকে দোকান বরাদ্দ প্রদান করা না হইলে, কর্পোরেশন তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে পে-অর্ডার ও ব্যাংক ড্রাফট বা জমাকৃত অর্থ আবেদনকারী বা এতদুদ্দেশ্যে তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তির নিকট ফেরত প্রদান করিতে হইবে।

১০। **অস্থায়ী মার্কেট বা দোকান নির্মাণ।**―(১) কর্পোরেশন, উহার মালিকানাধীন ভূমিতে, তৎকর্তৃক নির্মাণ ব্যয় ও ভাড়া নির্ধারণপূর্বক, স্থানীয় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত সমিতির সদস্যগণের নিকট হইতে নির্মাণ ব্যয় বাবদ আদায়কৃত অর্থ দ্বারা অস্থায়ী দোকান বা মার্কেট নির্মাণ করিয়া উক্ত সমিতি বা সমিতির সদস্যদের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ বর্ণিত সমিতি নিজস্ব অর্থে দোকান নির্মাণ করিতে চাহিলে কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে ও কর্পোরেশন কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুসারে উহা করিবার অনুমতি প্রদান করা যাইবে।

১১। **দোকান বরাদ্দের ক্ষেত্রে অনুসরণীয়।**―(১) বরাদ্দ কমিটির সুপারিশ ব্যতীত কোনো স্থায়ী বা অস্থায়ী দোকান বরাদ্দ প্রদান করা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, অনুচ্ছেদ ৬ এর উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর দফা (খ) এর অধীন দোকান বরাদ্দ প্রদানের ক্ষেত্রে বরাদ্দ কমিটির সুপারিশ প্রয়োজন হইবে না।

(২) বরাদ্দ কমিটি, কর্পোরেশনের পরিকল্পনা বহির্ভূত বা মার্কেট বা ভবনের মূল পরিকল্পনার বাহিরে কোনো স্থায়ী বা অস্থায়ী দোকান বরাদ্দ প্রদানের সুপারিশ করিতে পারিবে না।

(৩) অনুচ্ছেদ ৬ এর অধীন কোনো ব্যক্তিকে বা তাহার পরিবারের কোনো সদস্যকে একাধিক দোকান বরাদ্দ প্রদান করা যাইবে না।

১২। **সালামি ও মাসিক ভাড়া নির্ধারণ।**―(১) কর্পোরেশন, বরাদ্দ কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে, নির্মিত, নির্মাণাধীন বা নির্মিতব্য মার্কেটের কোনো দোকানের অগ্রিম সালামি, সালামি ও মাসিক ভাড়া নির্ধারণ করিবে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বরাদ্দ কমিটি সুপারিশ প্রণয়নকালে দোকানের অবস্থান, নির্মাণ খরচ, আয়তন ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি (যেমন: ভূমির মূল্য ব্যতীত অন্যান্য খরচ, যদি থাকে, এবং বিনিয়োগের উপর মার্কেটের অবস্থান ভেদে মুনাফা) বিবেচনা করিবে।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (১) ও (২) এর অধীন কোনো মার্কেটের সালামি ও ভাড়া নির্ধারণপূর্বক দোকান বরাদ্দ প্রদানের উদ্দেশ্যে পর পর ৩ (তিন) বার পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিবার পর সালামি ও ভাড়ার পরিমাণ অতিরিক্ত ধার্যের কারণে কোনো দোকান বরাদ্দ করা সম্ভব না হইলে সরকার, কর্পোরেশনের সুপারিশের ভিত্তিতে উক্ত মার্কেটের সালামি ও ভাড়া হ্রাস করিবার নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

১৩। **চুক্তি সম্পাদন ও দখল হস্তান্তর।**—(১) কর্পোরেশন নির্ধারিত সালামির সমুদয় অর্থ পরিশোধের ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে বরাদ্দ প্রাপককে চূড়ান্ত বরাদ্দপত্র প্রদান করিবে।

(২) কর্পোরেশন কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাদ্দ প্রাপকের সহিত কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত ফরম অনুসরণে একটি বরাদ্দ চুক্তিপত্র সম্পাদন করিবেন।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর অধীন চুক্তিপত্র সম্পাদিত হইবার ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে কর্পোরেশন, দোকানের দখল বরাদ্দ প্রাপকের নিকট হস্তান্তর করিবে।

(৪) কর্পোরেশন দখল হস্তান্তরের তারিখ হইতে বরাদ্দ প্রাপকের নিকট হইতে অনুচ্ছেদ ১২ এর অধীন নির্ধারিত দোকানের ভাড়া আদায় করিবে।

১৪। **দোকানের দখল সমর্পণ।**—(১) কোনো বরাদ্দ প্রাপক যদি দোকানের দখল বুঝিয়া পাইবার পূর্বে স্বেচ্ছায় কর্পোরেশনের নিকট সমর্পণ (Surrender) করেন, তাহা হইলে সালামির অর্থের ৫% (শতকরা পাঁচ ভাগ) কর্তন সাপেক্ষে, উক্ত বরাদ্দ বাতিল করিয়া সমর্পণের ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে তাহাকে অবশিষ্ট অর্থ ফেরত প্রদান করিতে হইবে।

(২) কোনো বরাদ্দ প্রাপক দোকানের দখল বুঝিয়া পাইবার পরবর্তী কোনো সময় যদি উক্ত দোকান স্বেচ্ছায় কর্পোরেশনের নিকট সমর্পণ (Surrender) করেন, তাহা হইলে সালামির অর্থের ১০% (শতকরা দশ ভাগ) এবং কর্পোরেশনের অন্যান্য পাওনা, যদি থাকে, কর্তন সাপেক্ষে উক্ত বরাদ্দ বাতিল করিয়া সমর্পণের ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে তাহাকে সালামির অবশিষ্ট অর্থ ফেরত প্রদান করিতে হইবে।

১৫। **বরাদ্দ গ্রহীতা কর্তৃক ব্যাবসা শুরুর সময়সীমা।**—(১) কোনো বরাদ্দ গ্রহীতা দোকানের দখল বুঝিয়া পাইবার ১২০ (একশত বিশ) কার্যদিবসের মধ্যে ব্যাবসা শুরু করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, বরাদ্দ প্রাপকের আবেদনক্রমে কর্পোরেশন বিশেষ বিবেচনায় উক্তরূপ সময়সীমা অনধিক ৬০ (ষাট) কার্যদিবস পর্যন্ত বর্ধিত করিতে পারিবে।

(২) কোনো বরাদ্দ গ্রহীতা উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে ব্যবসা শুরু না করিলে উক্ত সময় অতিবাহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বরাদ্দ বাতিল হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং কর্পোরেশন জমাকৃত সালামির অর্থের ১০% (শতকরা দশ ভাগ) ও অন্যান্য পাওনা, যদি থাকে, কর্তন করিয়া বরাদ্দ বাতিলের ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে বরাদ্দ গ্রহীতাকে সালামির অবশিষ্ট অর্থ ফেরত প্রদান করিবে।

১৬। **মাসিক ভাড়া পরিশোধ।**—(১) কোনো বরাদ্দ গ্রহীতা প্রতি মাসের ভাড়া উক্ত মাসের মধ্যে কর্পোরেশন বরাবর তৎকর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে বা নির্দিষ্ট ব্যাংকে জমা প্রদান করিবেন।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন পর পর ৩ (তিন) মাস দোকান ভাড়া পরিশোধে ব্যর্থ হইলে পরবর্তী মাসের ১ (এক) তারিখ হইতে ১৫% (শতকরা পনের ভাগ) হারে সারচার্জ আরোপ করা যাইবে।

১৭। **দোকানের দখল হস্তান্তর বা নামজারী, ইত্যাদির ক্ষেত্রে বাধা-নিষেধ।**—(১) কোনো বরাদ্দ গ্রহীতা স্থায়ী বা অস্থায়ী দোকান কর্পোরেশনের অনুমতি ব্যতিরেকে অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট দখল হস্তান্তর বা নামজারী এবং ভাড়া বা সাব-লেট প্রদান করিতে পারিবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, কর্পোরেশনের পূর্বানুমোদনক্রমে—

(ক) ১২ (বার) মাসের ভাড়ার সমপরিমাণ অর্থ জমা প্রদান করিয়া অন্যত্র হস্তান্তর করা যাইবে; বা

(খ) ৩ (তিন) মাসের ভাড়ার সমপরিমাণ অর্থ অনুমতি ফি (অফেরতযোগ্য) প্রদান সাপেক্ষে দোকান ভাড়া বা সাব-লেট প্রদান করা যাইবে।

(২) দোকানের দখল হস্তান্তর বা নামজারী এবং দোকানের ভাড়া বা সাব-লেট প্রদানের ক্ষেত্রে, উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে, কর্পোরেশনের রাজস্ব বিভাগ উক্ত কার্যক্রম সম্পাদন করিবে।

১৮। **দোকানের রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত, ইত্যাদি।**—কোনো বরাদ্দ গ্রহীতা নিজ খরচে দোকানের বৈদ্যুতিক লাইন সংযোজনসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ফিটিংস লাগাইবে এবং উহার রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত করিবে।

১৯। **কাঠামোগত মৌলিক পরিবর্তন নিষিদ্ধ।**—(১) কোনো বরাদ্দ গ্রহীতা দোকানের কোনো কাঠামোগত মৌলিক পরিবর্তন করিতে পারিবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, কর্পোরেশনের লিখিত পূর্বানুমোদনক্রমে, বরাদ্দ গ্রহীতা নিজ খরচে কর্পোরেশনের প্রকৌশল বিভাগের তত্ত্বাবধানে কাঠামোগত মৌলিক পরিবর্তন না করিয়া অস্থায়ীভাবে উহার পুনর্বিন্যাস করিতে পারিবে।

(২) কর্পোরেশনের বিদ্যমান কোনো মার্কেট ভাঙ্গিয়া পুনঃনির্মাণাধীন সময়ে বরাদ্দ গ্রহীতা কর্পোরেশনের চাহিদা মোতাবেক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দোকান খালি করিয়া দিতে বাধ্য থাকিবে এবং দোকান খালি করিবার কারণে যদি তাহার ব্যবসায় সাময়িক অসুবিধা হয়, তবে উহার জন্য কর্পোরেশনের নিকট হইতে কোনো ক্ষতিপূরণ দাবি করা যাইবে না।

২০। **দোকানের ব্যবহার।**—যেই ব্যবসার জন্য দোকান বরাদ্দ দেওয়া হইয়াছে, সেই ব্যবসা ব্যতিরেকে অন্য কোনো ব্যবসা বা আবাসিক বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে উহা ব্যবহার করা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে—

(ক) কর্পোরেশনের পূর্বানুমোদনক্রমে, বরাদ্দ গ্রহীতা সংশ্লিষ্ট দোকানের ১২ (বার) মাসের ভাড়ার সমপরিমাণ অর্থ কর্পোরেশনের অনুকূলে জমা প্রদান করিয়া কেবল ব্যবসার ধরন পরিবর্তন করিতে পারিবে; এবং

(খ) কর্পোরেশন উক্তরূপ পূর্বানুমোদন প্রদানের পূর্বে, ব্যবসার ধরন পরিবর্তনের প্রকৃতি ও বৈধতা সম্পর্কে নিশ্চিত হইবে।

২১। **সার্ভিস চার্জ বা অন্যান্য পাওনা পরিশোধ।**—(১) কর্পোরেশন কর্তৃক ধার্যকৃত সার্ভিস চার্জ বা ফি বরাদ্দ গ্রহীতা কর্পোরেশন বরাবর তৎকর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিজ উদ্যোগে পরিশোধ করিবে।

(২) বরাদ্দকৃত দোকানে বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস, টেলিফোন বা অনুরূপ কোনো সার্ভিস গ্রহণ করা হইলে বরাদ্দ গ্রহীতা উহার জন্য প্রয়োজনীয় চার্জ বা ফি বা বিল সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নিয়মিতভাবে নিজ উদ্যোগে পরিশোধ করিবে।

২২। **পরিদর্শন।**—(১) কর্পোরেশন কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোনো ব্যক্তি যুক্তিসঙ্গত যে কোনো সময় দোকান পরিদর্শন করিতে পারিবে এবং সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ গ্রহীতা বা তাহার প্রতিনিধি অনুরূপ পরিদর্শনের জন্য সকল প্রকার সহায়তা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে।

(২) পরিদর্শনকালে কোনো দোকান যদি অপরিচ্ছন্ন ও অস্বাস্থ্যকর পরিলক্ষিত হয়, তবে কর্পোরেশন নোটিশের মাধ্যমে উহা পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত করিবার জন্য বা উহার অস্বাস্থ্যকর উপাদানসমূহ অপসারণ করিবার জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করিয়া দিবে।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর অধীন নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে বরাদ্দ গ্রহীতা যদি দোকান পরিচ্ছন্ন বা স্বাস্থ্যসম্মত না করেন বা উহার অস্বাস্থ্যকর উপাদানসমূহ অপসারণ না করেন, বা উহার অস্বাস্থ্যকর উপাদান অপসারণ করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে কর্পোরেশন নিজ খরচে দোকান পরিচ্ছন্ন বা স্বাস্থ্যকর করিবার জন্য বা উহার অস্বাস্থ্যকর উপাদানসমূহ অপসারণ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার করিতে পারিবে।

২৩। **ভাড়া, ইত্যাদি বৃদ্ধি বা পুনঃনির্ধারণ।**—(১) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোনো আইন, বিধি বা উপ-আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কর্পোরেশন দোকানের ভাড়া প্রতি ৩ (তিন) বৎসর অন্তর অন্তর বরাদ্দ কমিটির সুপারিশক্রমে বৃদ্ধি বা পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন ভাড়া বা ফি বৃদ্ধি বা পুনঃনির্ধারণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকায় অনুরূপ মার্কেটে প্রচলিত ভাড়া বা বিভিন্ন ফি এর হার বিবেচনা করিতে হইবে।

২৪। **ভাড়া বা অন্যান্য পাওনা সরকারি দাবি হিসাবে আদায়।**—কোনো বরাদ্দ গ্রহীতার নিকট হইতে বকেয়া ভাড়া ও অন্যান্য পাওনা আইনের ধারা ৮৭ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারি দাবি (Public Demand) হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

২৫। **বরাদ্দ বাতিল।**—(১) নিম্নবর্ণিত কারণে দোকানের বরাদ্দপত্র বাতিল করা যাইবে, যথা:—

(ক) অনুচ্ছেদ ২০ এর বিধান লঙ্ঘন করিলে;

(খ) কোনো বরাদ্দ গ্রহীতা বরাদ্দপত্রের শর্ত ভঙ্গ করিলে বা প্রতিপালনে ব্যর্থ হইলে বা বাস্তবায়ন না করিলে এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে উহা পূরণ করিতে না পারিলে;

(গ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সালামি, ভাড়া, অন্যান্য ফি ও সার্ভিস চার্জ প্রদান না করিলে; এবং

(ঘ) বরাদ্দ গ্রহীতা চুক্তিপত্রের কোনো শর্ত ভঙ্গ করিলে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত কারণে বরাদ্দ বাতিলের আদেশ প্রদানের পূর্বে কর্পোরেশন কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত দোকানের বিষয়ে সরেজমিনে অনুসন্ধান বা তদন্তপূর্বক লিখিত ও বিস্তারিত প্রতিবেদন দাখিল করিবে।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত কারণে বরাদ্দ বাতিলের পূর্বে বরাদ্দ গ্রহীতাকে কর্পোরেশন কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করিতে পারিবে এবং এ সম্পর্কে নোটিশ প্রাপ্তির ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জবাব বা বক্তব্য লিখিতভাবে কর্পোরেশনের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(৪) উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এর অধীন কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রাপ্তির পর বরাদ্দ গ্রহীতা নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে কোনো জবাব প্রদান না করিলে বা তাহার বক্তব্য কর্তৃপক্ষের নিকট সন্তোষজনক না হইলে বরাদ্দ কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে কর্পোরেশন উক্ত দোকানের বরাদ্দ বাতিল করিতে পারিবে এবং বরাদ্দ বাতিলের আদেশ লিখিতভাবে বরাদ্দ গ্রহীতাকে প্রেরণ করিতে হইবে।

(৫) কোনো দোকানের বরাদ্দ বাতিল আদেশ প্রদান করা হইলে, কর্পোরেশন অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট দোকানের দখল গ্রহণ করিতে পারিবে এবং এই উপ-আইন অনুযায়ী পুনরায় বরাদ্দ প্রদান করিতে পারিবে।

(৬) কর্পোরেশনের উন্নয়ন বা জনস্বার্থে, প্রয়োজন হইলে, ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের নোটিশ প্রদান করিয়া যে কোনো বরাদ্দ বাতিল করিতে পারিবে এবং এক্ষেত্রে বরাদ্দ গ্রহীতা আনুপাতিক হারে সালামি ফেরত পাইবেন।

২৬। **বাতিলকৃত বরাদ্দ পুনর্বহাল।**—(১) অনুচ্ছেদ ২৫ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৪) এর অধীন কোনো দোকানের বরাদ্দ বাতিল হইলে, সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি উক্ত বাতিল আদেশের ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে জরিমানা হিসাবে দোকানের ১২ (বার) মাসের ভাড়ার সমপরিমাণ অর্থ পে-অর্ডারের মাধ্যমে মেয়র বরাবর প্রদান সাপেক্ষে দোকানটি পুনঃবরাদ্দের জন্য আবেদন করিতে পারিবে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর বরাদ্দ কমিটি যথাযথ মনে করিলে বাতিলকৃত বরাদ্দ পুনর্বহাল করিতে পারিবে।

২৭। **পুনর্বিবেচনা।**—(১) এই উপ-আইনের অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ দ্বারা কোনো ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি আদেশ প্রদানের ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে উক্ত আদেশ পুনর্বিবেচনার জন্য মেয়রের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন দাখিলকৃত আবেদনের সহিত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করিতে হইবে।

(৩) মেয়র সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে শুনানীর সুযোগ প্রদান করিয়া আবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে উহা, এই উপ-আইনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ যে কোনো আদেশ প্রদান করিয়া, নিষ্পত্তি করিবে।

২৮। **আপীল।**—অনুচ্ছেদ ২৭ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এর অধীন মেয়র কর্তৃক প্রদত্ত কোনো আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি, সরকারের নিকট উক্ত আদেশ প্রদানের ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে আপীল করিতে পারিবে এবং এক্ষেত্রে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

২৯। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন মার্কেট উপ-আইন, ২০১৩, অতঃপর উক্ত উপ-আইন বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও উক্ত উপ-আইনের অধীন—

(ক) প্রদত্ত বরাদ্দ, কৃত কোনো কার্য বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা এই উপ-আইনের অধীন প্রদত্ত, কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) প্রদত্ত বরাদ্দ, কৃত কোনো কার্য বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা অনিষ্পন্ন বা চলমান ও অব্যাহত থাকিলে উহা এমনভাবে নিষ্পন্ন করিতে হইবে বা চলমান ও অব্যাহত থাকিবে, বা কোনো সালামি, ভাড়া, ফি, সার্ভিস চার্জ বা বিল বকেয়া থাকিলে উহা এমনভাবে আদায় করিতে হইবে যেন এই উপ-আইন রহিত হয় নাই।

আবেদনকারীর সত্যায়িত ছবি

ফরম "ক"

[অনুচ্ছেদ ৭ এর উপ-অনুচ্ছেদ (২) দ্রষ্টব্য]

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন

দোকান বরাদ্দের আবেদনপত্র

ক্রমিক নং-

১। আবেদনকারীর নাম :

২। পিতা/স্বামীর নাম :

৩। মাতার নাম :

৪। জন্ম তারিখ :

৫। জাতীয়তা :

৬। স্থায়ী ঠিকানা :

৭। বর্তমান ঠিকানা :

৮। জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর :

৯। পেশা :

১০। বর্তমানে কি ব্যবসায়রত (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :

১১। Tax Identification No.(TIN) (যদি থাকে) :

১২। Business Identification No.(BIN) (যদি থাকে) :

১৩। পাসপোর্ট নম্বর (যদি থাকে) :

১৪। বিগত বৎসরের আয়কর প্রদানের সার্টিফিকেট (যদি থাকে) :

১৫। আবেদনের ধরন (টিক চিহ্ন দিতে হইবে) (ক) সাধারণ প্রার্থী- (পুরুষ/মহিলা) (খ) মেয়র বা প্রশাসক কোটা-(অ) মুক্তিযোদ্ধা (আ) জাতীয় পর্যায়ে অবদান (ই) প্রতিবন্ধী (ঈ) অন্যান্য

১৬। মার্কেটের নাম : প্রার্থিত দোকানের আয়তন ....
দোকান নম্বর..........................
তলা/ফ্লোর.............................

১৭। কর্পোরেশনের কোনো মার্কেটে নিজ বা পরিবারের সদস্যের নামে দোকান বরাদ্দ আছে কি-না? : হ্যাঁ/না

১৮। পে-অর্ডার নম্বর...................., তারিখ............................., টাকার পরিমাণ................
ব্যাংকের নাম.........................., শাখা..

১৯। আবেদনকারীর ব্যাংক হিসাব নং (যে হিসাবে তিনি প্রদত্ত অর্থ ফেরত নিতে চান) :

হলফনামা

বর্ণিত তথ্যাদি সঠিক। কোনো রকম সত্য গোপন করা হয় নাই বা কোনো মিথ্যা তথ্য প্রদান করা হয় নাই। প্রদত্ত তথ্যাদি মিথ্যা প্রমাণিত হইলে আমার বিরুদ্ধে প্রচলিত আইনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

বিঃ দ্রঃ আবেদনের স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় সনদসহ হালনাগাদ সকল কাগজ দাখিল করিতে হইবে।

সিটি কর্পোরেশনের আদেশক্রমে

খান মোহাম্মদ বিলাল
(অতিরিক্ত সচিব)
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site : www.bgpress.gov.bd